সীমিত আকারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হবে: প্রধানমন্ত্রী

ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী

আগামী ১৫ মে পর্যন্ত ছুটি বাড়ানো হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের অর্থনীতি সচল রাখতে এবং রোজার কারণে কিছু ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ বেশ কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হচ্ছে।

সোমবার (৪ মে) সকালে গণভবন থেকে রংপুর বিভাগের জেলাগুলোর কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে মতবিনিময়কালে তিনি একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ইতোমধ্যে আমরা ছুটি ১৫ মে পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে যাচ্ছি। করোনা পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতির চাকা যেন সুরক্ষিত থাকে, মানুষকে একেবারে ঘরে বন্দি না করে সীমিত অবস্থায় জরুরি কিছু কিছু কাজ চলতে হবে। যাতে মানুষের কষ্ট না হয়। ঈদের আগে যদিও বড় জমায়েত করা যাবে না। সবাইকে যার যার মতো দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।’ সবাইকে জরুরি কারণ ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়া এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী তার এ বক্তব্যে দেশবাসীকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের আগাম শুভেচ্ছা জানান।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ২৬ মার্চ থেকে সারাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে সরকার। প্রথম দফায় ৪ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে আরও ৪ দফা বাড়িয়ে ছুটির মেয়াদ ৫ মে পর্যন্ত করা হয়। সেই ছুটি আবারও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

এই সাধারণ ছুটির মধ্যেই সরকার পোশাক কারখানাসহ সরকারি গুরুত্বপূর্ণ দফতর সীমিত আকারে খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। এছাড়া সরকারের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় সীমিত আকারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

দুই হাজার চিকিৎসক ও পাঁচ হাজার নার্স নিয়োগ দেয়া হচ্ছে: প্রধানমন্ত্রী

করোনাভাইরাসের রোগীদের চিকিৎসাসেবা দিতে দুই হাজার চিকিৎসক ও পাঁচ হাজার নার্সকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সোমবার সকালে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে রংপুর বিভাগের আট জেলার কর্মকর্তাদের সঙ্গে গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সে মতবিনিময়ে এ কথা জানান তিনি।

এসময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে দেশের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। মানুষকে সুরক্ষিত রেখে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

করোনা শনাক্তে আর নমুনা নেবে না আইইডিসিআর

করোনাভাইরাসে মানুষকে সচেতন করতে ও শনাক্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সরকারি প্রতিষ্ঠান জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) আর নমুনা সংগ্রহ করবে না। প্রতিষ্ঠানটি গবেষণার কাজে মন দেবে। এখন থেকে স্বাস্থ্য অধিদফতর নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয়ের কাজটি করবে।

রোববার থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। এমনটি জানিয়েছেন আইইডিসিআরের সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডা. মুশতাক হোসেন। তিনি করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে আইইডিসিআরের

উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন।

তিনি বলেন, এখন থেকে আইইডিসিআর শুধু গবেষণার অংশ হিসেবে নমুনা সংগ্রহ করবে। রোগীর রোগ নির্ণয়ের জন্য নমুনা সংগ্রহ আইইডিসিআরের কাজের মধ্যে পড়ে না। আসলে আইইডিসিআর এপিডেমিওলজিক্যাল সার্ভিলেন্সের অংশ হিসেবে নমুনা সংগ্রহ করে। কমিউনিটি লেভেলে রোগ নির্ণয়ের জন্য যে নমুনা পরীক্ষা, তার দায়িত্ব স্বাস্থ্য অধিদফতর নিয়ে নিয়েছে। তারা এখন থেকে নমুনা সংগ্রহ করবে এবং আইইডিসিআরের বাইরে অন্য ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করবে।

ডা. মুশতাক হোসেন জানান, নতুন করোনাভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে বিস্তারিত গবেষণার জন্য যে নমুনা সংগ্রহ করা প্রয়োজন, সেগুলোই শুধু করবে আইইডিসিআর।

আইইডিসিআরসহ দেশের ৩১টি গবেষণাগারে কোভিড-১৯ শনাক্ত পরীক্ষা চলছিল। এখন আইইডিসিআর এই দায়িত্ব থেকে সরে গেল। রোববার নাগাদ দেশে যে ৮১ হাজার নমুনা পরীক্ষা করা হয়, তার প্রায় ১৩ হাজারই পরীক্ষা করা হয় আইইডিসিআরের পরীক্ষাগারে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক আবুল কালাম আজাদ বিবিসিকে বলেন, সারা দেশে এই ভাইরাস সংক্রমণের পরিধি বেড়েছে এবং ভবিষ্যতে এটা আরও বাড়বে বলে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, আইইডিসিআর এখন থেকে বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ও এর নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে গবেষণা কাজ পরিচালনা করবে।

গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর চীনের উহানে কোভিড-১৯ ভাইরাস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর বাংলাদেশে এই রোগ প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রেখে আসছে আইইডিসিআর।

করোনাভাইরাস বৈশ্বিক মহামারীতে রূপ নেয়ার আগেই বাংলাদেশে কারও এই ভাইরাস সংক্রমণ হয়েছে কি না, তা আইইডিসিআরের ল্যাবরেটরিতেই পরীক্ষা হয়। গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিশ্চিত করে তারা।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, দেশে রোববার নাগাদ ৯ হাজার ৪৫৫ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এখন পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১৭৭ জনের। সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন ১ হাজার ৬৩ জন। যদিও একদিন আগে

এই সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭৭ জন। সুত্র-যুগান্তর

এক নজরে বর্তমানে কোন দেশে কত করোনা আক্রান্ত

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের তাণ্ডবে অসহায় হয়ে পড়েছে গোটা বিশ্ব। এরই মধ্যে (সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত) বিশ্বব্যাপী এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ৩৫ লাখ ৬৬ হাজার ৩৩০ জন।

এই ভাইরাসের বিষাক্ত থাবায় মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে আমেরিকা ও ইউরোপের দেশ ব্রিটেন, ইতালি, স্পেন ও ফ্রান্স। এর মধ্যে সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র আমেরিকার।

এক নজরে কোন দেশে কত করোনা আক্রান্ত:
আমেরিকা: আক্রান্ত- ১১ লাখ ৮৮ হাজার ১২২ (মৃত্যু: ৬৮,৫৯৮)

স্পেন: আক্রান্ত- ২ লাখ ৪৭ হাজার ১২২ (মৃত্যু: ২৫,২৬৪)

ইতালি: আক্রান্ত- ২ লাখ ১০ হাজার ৭১৭ (মৃত্যু: ২৮,৮৮৪)

ব্রিটেন: আক্রান্ত- ১ লাখ ৮৬ হাজার ৫৯৯ (মৃত্যু: ২৮,৪৪৬)

ফ্রান্স: আক্রান্ত- ১ লাখ ৬৮ হাজার ৬৯৩ (মৃত্যু: ২৪,৮৯৫)

জার্মানি: আক্রান্ত- ১ লাখ ৬৫ হাজার ৬৬৪ (মৃত্যু: ৬,৮৬৬)

রাশিয়া: আক্রান্ত- ১ লাখ ৩৪ হাজার ৬৮৭ (মৃত্যু: ১,২৮০)

তুরষ্ক: আক্রান্ত- ১ লাখ ২৬ হাজার ৪৫ (মৃত্যু: ৩,৩৯৭)

ব্রাজিল: ১ লাখ ১ হাজার ৮২৬ (মৃত্যু: ৭,০৫১)

তথ্যসূত্র: ওয়ার্ল্ডওমিটার

মেহেরপুরে বেশি দামে সার বিক্রি করায় জরিমানা

মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবজনিত কারনে সারের দাম যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে তার জন্য সচেতনতামূলক অভিযান পরিচালনা করা হয় ।
এসময় মেহেরপুরের বামনপাড়া গ্রামে বি সি আই সি সার ডিলার মেসার্স আমানুল্লাহ্ ট্রেডারর্স সারের দাম বাড়ানোর জন্য ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন। নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সজল আহম্মেদের নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন সারের দোকানে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়েছে।

নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সজল আহম্মে বলেন বিভিন্ন দোকানে সারের মূল্য তালিকা টাঙ্গানো, কৃষকদের কাছে সার বিক্রয়ের রেজিঃ নিয়ন্ত্রণ, ওজনে সঠিক মাপ, লাল সালু কাপড়ে মূল্য তালিকা প্রদর্শন নিয়ে সারের দোকানদারগণকে সতর্ক করা হচ্ছে।

দেশে করোনায় আরও ২ জনের প্রাণহানি, নতুন আক্রান্ত ৬৬৫

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৭৭ জনে।

এই সময়ের মধ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৬৫ জন। এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্ত ৯ হাজার ৪৫৫ জন।

রোববার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য তুলে ধরেন অধিদফতরটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)

অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৫ হাজার ৩৬৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৬৫ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছেন দুজন। তারা ঢাকার বাইরের।

এখন পর্যন্ত এক হাজার ৬৩ জন সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন বলে জানান ডা. নাসিমা।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের উহান শহরে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে ‘কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন সম্পর্কিত মত বিনিময়

মেহেরপুরে করোনা প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন সম্পর্কিত মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল ১১টার দিকে গাংনী উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজামান খোকন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা এম রিয়াজুল, পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়ানুর রহমান ও থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ওবাইদুর রহমান। করোনা প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের স্থান নির্ধারনের জন্য সভা করা

হলেও কোন প্রকার সমাধান ছাড়াই সভা শেষ হয়েছে।

মুজিবনগরে লোকসমাগম করে বিদ্যুৎ বিল লেনদেনঃ ঝুঁকিতে এলাকাবাসী

দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সরকারি ছুটির মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ জরুরী সেবাসমূহ অফিসগুলো সীমিত আকারে চালু রাখার নির্দেশ দিয়েছে।করোনাভাইরাসের কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতেও বলে হচ্ছে। কিন্তু মুজিবনগর উপজেলা সাব-জোনাল অফিসে সেই দূরত্ব বজায় রাখা যাচ্ছে না।

মুজিবনগরে ভয়ানক করোনা পরিস্থিতির মধ্যে সামাজিক দূরুত্ব না মেনে অফিসের সামনে লোক সমাগম করে বিদ্যুতের লেনদেন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে মুজিবনগর সাব জোনাল অফিস। রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে মুজিবনগর সাব জোনাল অফিসের সামনে লোকসমাগমের এ চিত্র দেখা যায়। এতে করে এলাকবাসি চরম ঝুকির মধ্যে পরে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে মুজিবনগর উপজেলায় ২ জন ব্যাক্তি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ও এদের মধ্যে ১ জন মারা গিয়েছে। আর সেই থেকে মুজিবনগর সাধারন জনগনের মনে করোনার কঠিন আতংক বিরাজ করছে। আর তারই মধ্যে কোন নিয়ম নিষেধাঙ্গা না মেনে সামাজিক দূরুত্ব বজায় না রেখে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের কার্যক্রম। অফিসের সামনে ঠাসাঠাসি করে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে গ্রাহকদের।

ফলে একদিকে ঝুঁকিতে পড়ছে অফিসটির কর্মকর্তারা, আবার গ্রাহকেরাও পড়ছেন ঝুঁকিতে। মুজিবনগর সাব-জোনাল অফিসরের এজিএম মোতাসিল বিল্লাহ জানান, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আমরা গ্রহীতাদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য বার বার অনুরোধ করছি। তবে কিছু ক্ষন সামাজিক দূরুত্ব নিশ্চিত করে লাইনে দারিয়ে সকলে বিল পরিশোধ

করছিলো। কিন্তু হঠাৎ করে একটি ছেলে এসে সামনে চলে আসায় গ্রাহকদের ভিতরে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়, এবং তখন একটু ঝামেলা সৃষ্টি হয়ে যায়।

তাছাড়া সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের কয়েকমাসের জরিমানা মওকুফ করা হয়েছে। এবং বিলের জন্যে কোন ধরনের চাপ গ্রাহকদেরকে সৃষ্টি করা হবে না বলে বিভিন্ন মাধ্যেম দিয়ে জানানো হয়েছে। তারপরেও গ্রাহকরা এসে ভীড় জমাচ্ছে। মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম জানান, সামজিক দূরুত্ব না মেনে বিদ্যুৎ বিল লেনদেন চলছে এমন ঘটনা শোনার পর আমি এজিএম এর কাছে ফোন দিই। এবং সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনার জন্য আমার একজন এসআইকে সেখানে পাঠানো হয়।

মুজিবনগরে হার্ট অ্যাটাকে এক মহিলার মৃত্যু

মুজিবনগরে হার্ট অ্যাটাক করে ৬০ বছর বয়সী কোহিনুর খাতুন নামের একজন মহিলার মৃত্যু হয়েছে।
শনিবার সেহরী খাওয়ার পর ভোররাত সাড়ে চারটার দিকে তার মৃত্যু হয়। মৃত কোহিনুর খাতুন আনন্দবাস গ্রামের মৃত, নাজিম খান এর স্ত্রী।

গ্রাম বাসি জানায়, কোহিনুর খাতুন হৃদরোগের রুগি ছিলেন। এর আগেও কয়েকবার তিনি হার্ট অ্যাটাক করেছেন। গত শুক্রবার বিকালেও তিনার হার্টের সমস্যা হয়, এবং বুকে জালাপোড়া করে। পরে এরকম সমস্যা দেখা দিলে তিনি রোযা ভেঙে ফেলে। কিন্তু আজ ভোর রাতে সেহরী খাওয়ার পর হঠাৎ সে এ্যাটাক করে। অ্যাটাক করলে তার স্বজনরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতে তার মৃত্যু হয়।

মুজিবনগর সরকারী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রেজওয়ান আহম্মেদ জানান, আজ ভোর রাতে হার্ট অ্যাটাকের একজন রোগী হাসপাতালে আসে। তবে তাকে পরিক্ষা করে দেখার পর সে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গিয়েছে এমনটাই ফলাফল পাই।

এছাড়া পুরানো প্রেসক্রিপসন আমরা সবগুলো দেখি। যেখানে প্রতিটা প্রেসক্রিপসনে হার্টের বিষয়টা উল্লেখ করা হয়। তিনি হার্টের সমস্যার কারণে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা করে এসেছেন।

এদিকে, তার ভিতরে করোনার কোন লক্ষন না থাকায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মতিক্রমে সামাজিক ভাবেই লাশ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাস পরীক্ষা জন্য ১৩ জনের নমুনা প্রেরন

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাস এর পরীক্ষা করার জন্য আরো ১৩ জনের নমুনা পাঠানো হয়েছে। গতকাল শনিবার মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে ঢাকা আইইডিসিআর (নাক ও গলার কফ) সে সকল নমুনা পাঠানো হয়। এর মধ্যে সদরে ১০, মুজিবনগরে ১ ও গাংনীতে ২ জন সহ পূর্র্র্র্বের ৫০৩ জন সর্ব মোট ৫১৬ জন।

গতকাল কোনো ফলাফল আসে নাই। মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।